15-2-41

রেখা চ্যাটার্জী

কবি জয়দেব

"গীত-গোবিন্দ" রচয়িতা
তাপস-কবি জয়দেব গোস্বামীর
কথক-জীবন, প্রণয়-জীবন ও
ভক্তজীবন অবলম্বনে গৃহীত
মুভী টেকনিক সোসাইটির
ভক্তিরস-বিহ্বল চিত্রনিবেদন

কথা-গীতি ও পরিচালনা

হীরেন বসু

ডিষ্ট্রিবিউটার্স

প্রাইমা ফিল্মস্ (১৯৩৮) লিঃ

ফোন ঃ বি, বি, ১১৩ ঃঃ গ্রাম ঃ রূপবাণী ঃঃ ৭৬-৩, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট

কবি জয়দেব

মুভি টেকনীক সোসাইটির

প্রথম চিত্র-নিবেদন

কথা-চিত্রনাট্য-গীতি ও পরিচালনা

হীরেন বসু

প্রধান-যন্ত্রী ও শব্দযন্ত্রী : : : : মধু শীল
আলোক-চিত্র-শিল্পী : : : অজিত সেনগুপ্ত
বৈদ্যুতিক ব্যবস্থাপক : সুরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
প্রধান রাসায়নিক : : আর, বি, মেহেতা
সম্পাদক : : : বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায়
শিল্পী-নির্দ্দেশক : : : ভূপেন মজুমদার
ব্যবস্থাপক : : : : : হেরম্ব চক্রবর্ত্তী
শিল্প-ব্যবস্থাপক : : : : : গোপী সেন
স্থির-চিত্রশিল্পী : : : : : বিশ্বনাথ ধর

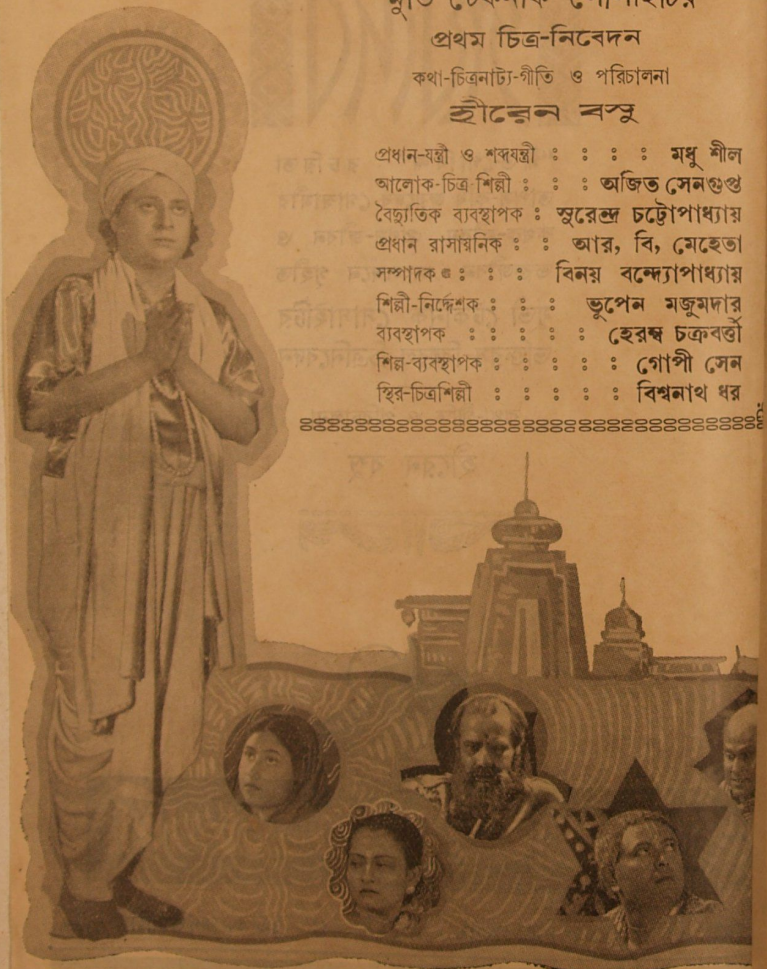

সহকারী সংগঠনকারীগণ

পরিচালনায় :
অশ্বিনী মিত্র, এস্, কে, ওঝা
নবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
আলোকচিত্রগ্রহণে :
নির্ম্মলজ্যোতি ঘোষ, রমেন পাল
ধীরেন দেববর্ম্মণ
শব্দগ্রহণে :
অবনী বন্দ্যোপাধ্যায়,
সন্তোষ বন্দ্যোপাধ্যায়
রাসায়নিক কার্য্যে :
সরোজ
বৈদ্যুতিক বিশিষ্টতায় :
হেমন্তকুমার বসু
স্থিরচিত্রশিল্পে :
সুনীল দাস
ব্যবস্থাপনায় :
বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়, তারক পাল

স্ত্রী-চরিত্রে

রাণীবালা
নিভাননী
গায়ত্রী
জ্যোতিকণা
লীলা
শান্তা
ইন্দ্রাণী
পারুল, সুক্তিধারা
মণিমালা, মঞ্জু
রেবা বসু : চিত্রা দেবী

ফিল্ম কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া ষ্টুডিও-এ গৃহীত

শিল্পীবৃন্দ

নরেশ মিত্র
সত্য মুখোপাধ্যায়
প্রমোদ গঙ্গোপাধ্যায়
বিপিন গুপ্ত
অমর চৌধুরী
জহর গঙ্গোপাধ্যায়
রঞ্জিৎ রায়
জীবেন বসু
শৈলেন পাল
সন্তোষ সিংহ
গোকুল মুখোপাধ্যায়
শিবকালী চট্টোপাধ্যায়
নৃপতি চট্টোপাধ্যায়
হীরেন বসু

নৃত্য-প্রযোজনা :
নবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
নৃত্যশিল্পী : ললিতকুমার
প্রচ্ছদপট-চিত্রাঙ্কণ : আশু বন্দ্যোপাধ্যায়

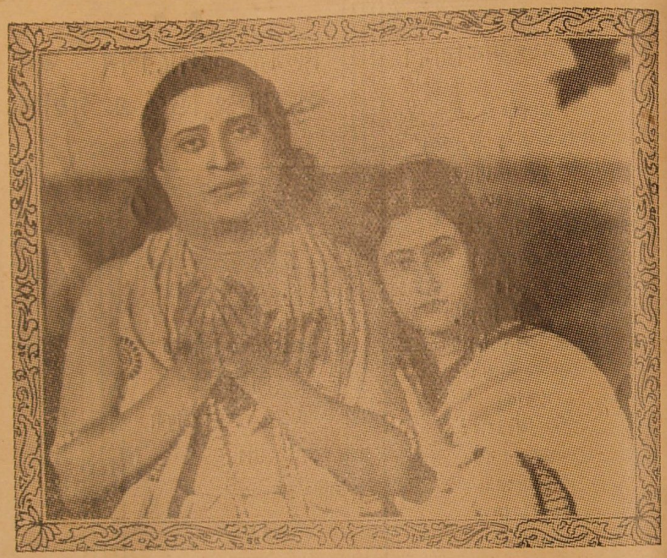

জয়দেব গোস্বামীর জীবন নিয়ে যে চিত্রটি আপনারা দেখতে এসেছেন, তার গল্পাংশ আপনাদের জানাবার পূর্ব্বে একটি কথা বলবার প্রয়োজন আছে। জয়দেবের জীবন নিয়ে ইতিপূর্ব্বে দুখানি ছায়াচিত্রকাহিনী নির্ম্মিত হয়েছে, তা ছাড়া জয়দেব সম্বন্ধে লিখিত পুস্তকাদিরও অভাব নেই। বাঙলার সম্রাট বল্লাল সেনের আমলের মানুষ জয়দেব সুতরাং তাঁর জীবন-ইতিহাস আপনাদের নিকট হয়তো একেবারে অজ্ঞাত নয়।

যে ছবিখানি আপনারা দেখতে এসেছেন, তা জয়দেব-ঠাকুরের কথক-জীবন, ভক্ত-জীবন এবং প্রণয়-জীবন ব্যক্ত করেছে। কিন্তু এই পুস্তিকাটিতে আমরা বিস্তৃতভাবে তাঁর জীবন কাহিনী উল্লেখ করলাম না। তাঁর জীবনকে যে ঐতিহাসিক সূত্র ধরে জানা যায় তারই বিবরণ এখানে সংক্ষিপ্তভাবে লিপিবদ্ধ করা হল।

কৃষ্ণ-ভক্তি অনুপ্রাণিত কবির কাব্যছন্দে তাঁর জীবনের যে ছায়া এসে পড়েছে তারই রূপ এই চিত্রকাহিনীটির মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে বলে 'কবি জয়দেব' নামে এই কথাচিত্রটি অভিহিত হ'ল। কাব্যের মধ্যে কবিকে আবিষ্কার করবার এই আয়োজনে সঙ্গীতাংশকে এই পুস্তিকার মধ্যে প্রাধান্য দিতে বাধ্য হলাম—শ্রীফণীন্দ্র পাল।

জয়দেবের কাহিনী

●

শ্রীমৎ জয়দেব গোস্বামী অনুমান বঙ্গাব্দ ছয় শত সাল, খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকের মধ্যভাগে বীরভূম জেলার অন্তর্গত কেন্দুবিল্ব গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বীরভূমের সেই কেন্দুবিল্ব গ্রাম এখনও অবধি 'জয়দেব-কেঁদুলি' নামে খ্যাত।

জয়দেবের পিতার নাম ভোজদেব, তাঁর মাতার নাম বামা দেবী। তাঁর পত্নী পদ্মাবতী এবং পরমবন্ধু পরাশরের পরিচয় কবির লিখিত গীতগোবিন্দ পাঠে জানা যায়।

জয়দেবের পিতা কেঁদুলি গ্রামে কথক ও ভক্ত পূজারী রূপে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন। সুতরাং ভোজদেবের মৃত্যুর পর জয়দেবকেও পিতার কার্য্যসূত্র গ্রহণ করতে হয়েছিল। মৃত্যুর সময় ভোজদেব ঋণগ্রস্ত হয়েছিলেন। সে ঋণদায়ে জয়দেবকে জড়িয়ে পড়তে হয়। মাতা বামা দেবীর মৃত্যুর পর জয়দেব ঋণভারে আরও পীড়িত হয়ে অপরিসীম দুঃখে দিনাতিপাত করেন।

কেঁদুলি গ্রামের প্রতাপশালী জমিদার তারানাথ মুখুয্যের নিকট জয়দেব ঋণগ্রস্ত হয়েছিলেন। কেঁদুলি গ্রামে এই তারানাথের ভিটার ভগ্নাবশেষ আজও বিদ্যমান। জমিদার তারানাথের নিকট

জয়দেবের জমিজমা ও বাস্তুভিটা বন্ধক পড়েছিল। তারানাথ মুখুয্যে ছিলেন সুদখোর ভণ্ড তান্ত্রিক। সুদের নেশায়, সম্পত্তি লাভের লোভে তারানাথ বৈষ্ণবী-দ্রোহী হয়ে উঠেছিলেন। মুখে তাঁর সদা সর্ব্বদা 'তারা ব্রহ্মময়ী'-র নাম উচ্চারণ লেগেই আছে এদিকে 'তারা ব্রহ্মময়ীর' অজুহাতে যত দুষ্প্রবৃত্তি চরিতার্থের ব্যবস্থাও চলত। তারানাথের নানাপ্রকার অসৎ কর্ম্মের সঙ্গী বা সহায়ক ছিল আচার্য্যি নামে তাঁর জনৈক সুহৃদ।

জয়দেবের একটি প্রৌঢ় ভৃত্য ছিল। তার নাম সনাতন। তাকে চাকরও বলা চলে বা শ্রেষ্ঠ ভক্তও বলা চলে। সনাতন জাতে ছিল বারুই, অচ্ছুৎ। কিন্তু জয়দেবের নিকট, ছুৎ-অচ্ছুতের কোন বিচার ছিল না। সনাতন ও তার পরিবার কমলা জয়দেবের আপদ-বিপদে, শোকে, দুঃখে, বিশ্বাসে এবং ভক্তিতে অন্ধের মত, ছায়ার মত অনুসরণ করত।

সত্যনারায়ণের পূজাপোলক্ষে জয়দেব তাঁর সকল যজমানের গৃহে ভগবৎ-পাঠে বেরিয়েছেন। অজয় নদীর অপর পারে, কেঁদুলি গ্রামের বিপরীত দিকে জয়দেব যখন কথকতায় আত্মহারা তখন গ্রামে তাঁর গৃহাগ্রচূড়ায় অগ্নিশিখার রুদ্রমূর্ত্তি লেলিহান হয়ে উঠল।

সুদখোর তারানাথ জয়দেবের গ্রামে অনুপস্থিতির সুযোগে তাঁর গৃহে এই সর্ব্বনাশের আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল। এদিকে তারানাথের দারোয়ান ভজুয়া তার লাঠির জোরে অন্যান্য গ্রামবাসীদের আগুন নেভাতে যখন নিরস্ত করছে তখন সনাতন ও কমলা তাদের প্রাণপণ চেষ্টায় পুঁথিপত্তর বাঁচালো বটে কিন্তু গৃহ-প্রতিষ্ঠিত শ্যামসুন্দরকে কেমন করে বাঁচান যায়—তারা যে অচ্ছুৎ; ব্রাহ্মণ ছাড়া শ্যামসুন্দরকে স্পর্শ করবার স্পর্দ্ধা কার হতে পারে!

সনাতন আর কমলা তারানাথের পায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে বলল, ঠাকুর তুমি শ্যামসুন্দরকে বাঁচাও।

তারানাথ সক্রোধে সনাতনকে প্রত্যাখ্যান করে, শ্যামসুন্দরকে অবজ্ঞা করে চলে গেলেন।

পরদিন প্রাতে, জয়দেব ভগবৎ-পাঠ সমাপনান্তে ফিরে এলেন। আগুন লেগে তাঁর গৃহ পুড়ে ভস্ম হয়ে গেছে, এ সংবাদ কেঁদুলিতে ফিরে আসার পথে তাঁর কাছে পৌঁছেচে। তারানাথ চক্রান্ত করে যে তাঁর ঘরে অগ্নিসংযোগ করেছে একথা তিনি বিশ্বাস করেন নি। জয়দেব জানেন, তাঁর ঘরে আগুন সহসাই লেগেছে।

সনাতন কান্নায় ভেঙে পড়ে বলল, আগুন শ্যামসুন্দরকে গ্রাস করল, তাঁকে আমরা বাঁচাতে পারলাম না।

জয়দেব সনাতনকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, নারে তিনি আছেন সনাতন, তিনি যে অবিনাশী তিনি যে সর্ব্বব্যাপী, খুঁজে দেখ্ তাঁকে ফিরে পাবি।

সনাতন শ্যামসুন্দরকে ফিরে পেল। সুরক্ষিত এক কুলঙ্গীতে ভস্মের স্তূপের আড়ালে তাঁর সন্ধান পাওয়া গেল।

এরপর গৃহহারা জয়দেব শ্যামসুন্দরকে বুকে তুলে নিয়ে কেঁদুলি ত্যাগ করে এলেন নীলাচলে।

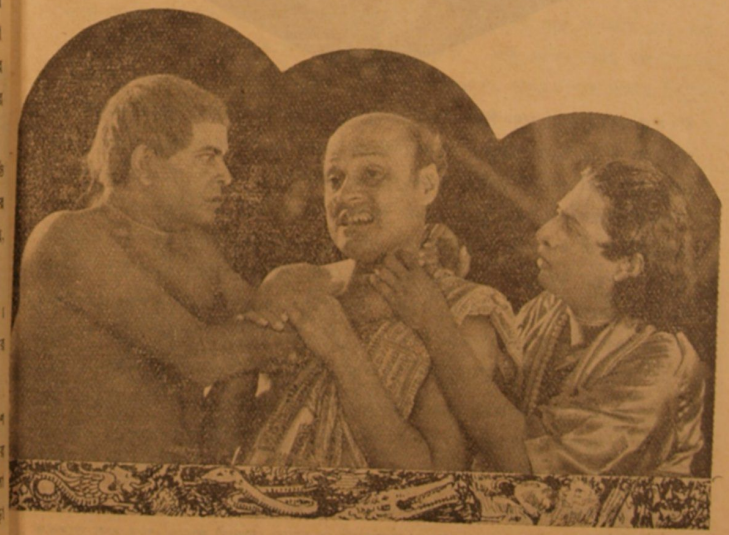

তাঁর সঙ্গে এল সনাতন। তখন শ্রীজগন্নাথের রথযাত্রার আর বিশেষ বিলম্ব নেই। পুরীর পথঘাট তখন শত সহস্র যাত্রীর ভীড়ে পরিপূর্ণ। গঞ্জাম বেরামপুর জেলার অন্তর্গত ব্রাহ্মণবেড়িয়া নিবাসী শ্রীসুদেব মিত্রও তাঁর কন্যা পদ্মাবতীকে নিয়ে শ্রীজগন্নাথক্ষেত্রে এসেছিলেন। শ্রীসুদেব মিত্র বহুদিন অনপত্য থাকার দরুণ সন্তপ্ত চিত্তে শ্রীধাম পুরুষোত্তমে এসে শ্রীজগন্নাথ দেবের নিকট প্রতিশ্রুতি দিয়ে এই প্রার্থনা জানিয়েছিলেন যে তাঁর পুত্র জন্মালে তাকে পুরুষোত্তমের সেবকরূপে এবং কন্যা জন্মালে তাকে সেবিকারূপে দান করবেন। পনেরো বৎসর পরে কন্যা পদ্মাবতীকে নিয়ে সুদেব মিত্র এসেছেন শ্রীজগন্নাথ দেবের পাদপদ্মে সমর্পণ করবার জন্যে। যথাযথ অনুষ্ঠানের পর সুদেব যখন তাঁর কন্যাকে দেবদাসী রূপে সমর্পণ করতে উদ্যত তখন তিনি শ্রীজগন্নাথ দেব কর্তৃক আদিষ্ট হ'লেন যে 'শুক্লা দ্বিতীয়ার রথোৎসব দিনে আমার পরমভক্ত জয়দেবের হাতে তোমার এই কন্যাকে সমর্পণ করো'।

রথযাত্রার ভিড়ে জয়দেব তখন রথারূঢ় জগন্নাথের বামনরূপ দেখতে ব্যগ্র। রথোদর্শনে চিৎকার করে তিনি গেয়ে উঠলেন—ছলয়সি বিক্রমনে বলিমদ্ভুত বামন। পদনখনীর জনিতজনপাবন॥ কেশব ধৃত বামন রূপ জয় জগদীশ হরে॥

ভক্তি সমাহিত জয়দেব ভূমিতলে লুটিয়ে পড়লেন; ভৃত্য সনাতন ও পাণ্ডারা তাঁকে নির্জ্জন স্থানে বিশ্রামের জন্য নিয়ে এলো। পাণ্ডা জ্ঞানহারা ভদ্রলোকই যে জয়দেব গোস্বামী জানতে পেরে তারা সুদেবকে

খবর দিল। সুদেব পদ্মাবতীকে জয়দেবের হাতে সমর্পন করলেন। সন্ন্যাসী জয়দেব হলেন গৃহী সংসারী।

নিষ্কামী জয়দেব, কবির জীবন সত্যই সুরু হলো এইবার। পদ্মাবতীর চরণকমলে তাঁর শির নুইয়ে দিয়ে লিখলেন—"দেহি পদ পল্লবমুদারম॥"

আপন দাম্পত্য প্রেমের মধ্যে দিয়ে ভালবাসার শ্রেষ্ঠ, স্বার্থক ও সুন্দরতম পরিণতিরূপে ভগবৎ প্রেমের দিকে কবি দিনের দিন আকৃষ্ট হতে লাগলেন।

এই সময় তারানাথ ও আচার্য্যি হিংসায় জয়দেবের বিপক্ষে কত না যুক্তিই করলো। জয়দেবের উপর তাদের যতবড় আক্রোশই থাক পদ্মাবতীর রূপ দেখে তারা লুব্ধ হয়ে উঠল—ভুলে গেল শাক্ত বৈষ্ণবের ঝগড়া জমি ভিটের ব্যবস্থা,—তাদের মনে শুধু এক চিন্তাই হলো প্রবল—সে হচ্ছে পদ্মাবতীর রূপ সম্ভোগের লালসা।

কেঁদুলির অনতি দূরে সেন পাহাড়ী বা শ্যামাগড়ার পীঠ—আজও এ গড় বিদ্যমান, আজও দশভুজা চণ্ডিকা, এ গড়ের অধিষ্ঠাত্রী। গৌড়ের তৎকালীন রাজা বল্লালসেনের পুত্র কুমার লক্ষ্মণ সেন এ গড় রচনা করেন। শাক্ত পিতার সঙ্গে পরম বৈষ্ণব লক্ষ্মণ সেনের মনোমালিন্য ঘটে—কাজেই তিনি পিতার নিকট থেকে বহুদূরে এই সেন পাহাড়ী বা শ্যামগড়ায় এসে দিন যাপন করছিলেন। এই সময় কুমার লক্ষ্মণ সেন জয়দেবের সাক্ষাৎ পান, পরে তা পরিণত হয় পরম হৃদ্যতায়।

বল্লালসেনের তন্ত্র সাধন ব্যর্থ করবার জন্যে কুমার কবিকে করেন মিনতি। কবি বলেন "পূজা কারো ব্যর্থ কর না কুমার—যে নিজে পূজারী সে কখনো পরের পূজা ব্যর্থ করে না—তার চেয়ে চলো গৌড়ে—আমি রাজাকে নর-বলি প্রথা থেকে ক্ষান্ত করাব।" কবি জয়দেব গৌড় যাত্রা করলেন গৌড়ের দশভূজা চণ্ডিকার তোরণ দেউলে করলেন শ্যামল শ্যামের প্রতিষ্ঠা। পরে বৈষ্ণবের চিরপূজ্য শ্যামাগড়ার পীঠে নিয়ে এলেন মা চণ্ডিকার দশভুজা মূর্ত্তি।

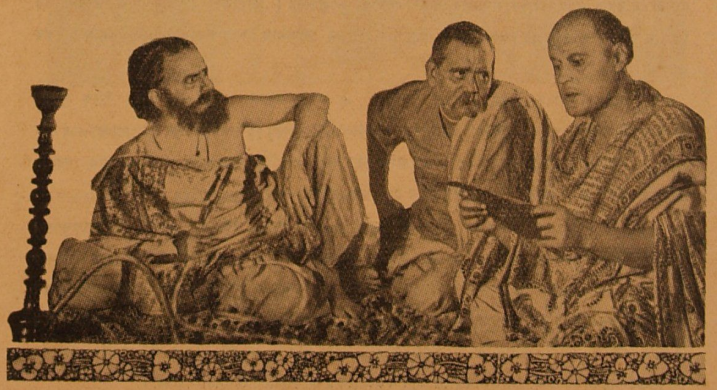

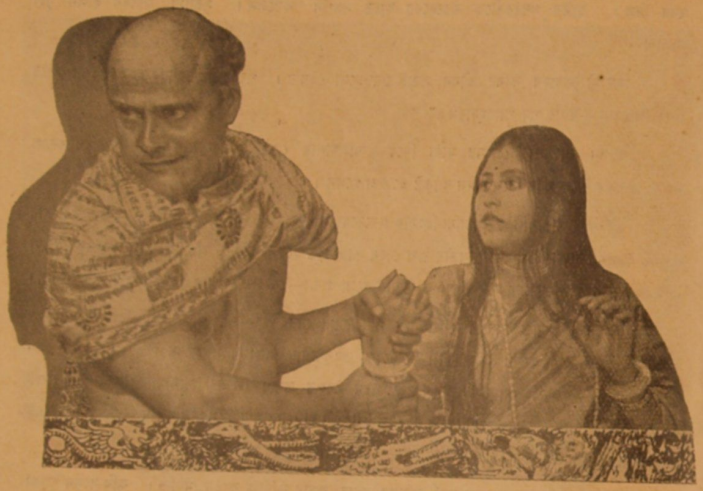

কেঁদুলিতে ফিরে এসে শোনেন পদ্মাবতীর কলঙ্কে দেশ ছেয়ে গিয়েছে। দুষ্ট তারানাথের নাকি এই কীর্ত্তি। তারানাথের দক্ষিণ হস্ত আচার্য্যি বলে "ঠিক হয়েছে তারাদার, সতীলক্ষ্মীর সঙ্গে গেছে চালাকি কর্ত্তে, হলোও তেমনি কেমন ডাকাতে ধরে নিয়ে গেল তো।" অথচ এই আচার্য্যিই পদ্মাবতীকে বাড়ী থেকে মুখ বেঁধে তুলে নিয়ে এসেছিলো তারানাথের ঘরে। বাঁকুড়ার শুশুনিয়া পাহাড়ের দস্যুরা সে রাত্রে সুদখোর তারানাথের বাড়ী ঘেরাও করেছিলো। পদ্মাবতী পেলেন মুক্তি তারানাথের কি যে হলো ডাকাতরাই জানে আর আচার্য্যি পেলেন তারানাথ আর পদ্মাবতীর নামে কুনাম রটাবার সুযোগ।

পদ্মাবতী কেঁদে ওঠেন; বলেন "ওগো! এ কলঙ্ক আমার কেন"—জয়দেব তাঁকে বুকের মাঝে টেনে নিয়ে বলেন—"ওগো পদ্মাবতী তোমার এই কলঙ্কটুকুই আমায় করেছে পাগল—এ যেন পূর্ণিমার শুভ্রতায় চাঁদের কলঙ্ক—এ যেন রাধিকার কান্ত-প্রেমে কৃষ্ণ-কলঙ্ক। তুমি আমায় তোমার এই কলঙ্কটুকুই দাও পঙ্কজিনী, আমি কৃষ্ণ-ভ্রমর হয়ে তোমার প্রেম-পঙ্কজের মধু আহরণ করি"।—

কবি আজ হতেই পেলেন পদ্মাবতীর মধ্যে সেই চির-রসময় পরমপ্রেম স্বরূপের দিব্য অনুভূতি। পদ্মাবতীর পতিপ্রেম হয়ে উঠল আরও দৃঢ় আরও পবিত্র ও নিষ্ঠাপূর্ণ। কবির জীবনের এই সাধনার ইতিহাস তাঁর দেশবাসী জানতেন, বুঝতেন বলেই কবি তাদের নিকট শ্রীজগন্নাথের অংশ স্বরূপ পূজা পেয়েছেন—আর তাঁর গীতগোবিন্দে পরকীয়া ভাবের পরিস্ফুট স্বরূপ শুধু উপলব্ধি হয় না চোখের সামনে ভাসিয়ে তোলে একটী আপন-ভোলা প্রণয়-দম্পতীর মধুময় ছবি। সে ছবি মর্ত্ত্যের নয়, সে ছবি জীবনের নিবিড়তর অনুভূতির সুন্দরতম বর্ণ-বিন্যাসে কবি কল্পলোকের কান্ত-আলোকে সদা সমুজ্জ্বল।

জয়দেবের প্রণয়রূপ ভক্তি সাধনায় ভক্তজনচিত্তের নিকট কেঁদুলিকে যেন মনে হয় বৃন্দাবন; অজয় নদীকে যেন কল্লোলিনী কালিন্দী বলে মনে হয়—পদ্মাবতী নয়নকজ্জলের ছায়া পড়ে যার জলরাশি যেন কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করেছে। কোমল-কান্ত 'গীত-গোবিন্দের' পদাবলীতে যেন ধ্বনিত হয়ে উঠে শ্রীকৃষ্ণের মুরজ মুরলী।

জয়দেব ও পদ্মাবতী যেন কৃষ্ণ-রাধিকার ছায়ার সঙ্গে মিশে যায়—কুঞ্জে কুঞ্জে শ্রীরাধাকৃষ্ণের অপ্রাকৃত লীলাভিনয় হৃদয়কে রোমাঞ্চিত করে তোলে। মন গেয়ে ওঠে—

…নন্দনিদেশতশ্চলিতয়ো
প্রত্যধ্বভুঞ্জদ্রুমং
রাধা মাধবয়োর্জয়ন্তি যমুনাকুলে রহঃ কেলয়ঃ।

কবি জয়দেবের গান

জয়দেবের গান

"মেঘৈ র্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈ
র্নক্তং ভীরুরয়ং ত্বমেব তদিমং রাধে গৃহং প্রাপয়।
ইত্থং নন্দনিদেশতশ্চলিতয়োঃ প্রত্যধ্বকুঞ্জদ্রুমং
রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি যমুনা কূলে রহঃ কেলয়ঃ॥"

জয়দেবের গান

চলরে চল মন ছাড়ি নিকেতনে
আজ বাঁশরী বেজে যায়
বলে ধ্বনি আয় আয়
উথলে দখিনা—বায় চলরে,
চলরে—প্রেমের-পাগল বন-কুঞ্জ ভবনে।

* * * *

আজ মুরলীর ধ্বনি শুনি পরাণ পাগল হতে চায়,
আজ যমুনায় কলরোল
প্রেমের আনন্দ দোল
ঘুরিয়া ফিরিয়া খেলে মোর শ্যামরায়॥

পদ্মাবতী ও দেবদাসীগণের গান

(মোর) সুন্দর শ্যামল বংশীওয়ালা,
প্রেম প্রীতির মঞ্জির রণণে
চপল ছন্দে গাঁথি তোমারি মালা;
সরম ভরম সব ভুলি গিয়া
গোপনে হৃদয় দ্বার খুলি দিয়া,
সঁপি যৌবন রূপ ডালা॥

জয়দেবের গান

বসতি করব বলে গো
আমি, পাতার কুটির গড়ি
আমার মন মানে না মানা
আমি কেমন তায় ধরি;
জীবনে ছিল কত সাধ
তায় ঘটল পরমাদ
তাই স্মরি আর ডরি
পাতার কুটীর গড়ি।
শুনে সে শ্যামের মোহন বাঁশী
বিবাগী মন ছিল সন্ন্যাসী
তারে করল যে সংসারী,
এই পাতার কুটীর গড়ি।
শ্রীকৃষ্ণ—
ও তোর ভয় কিবা রে ভবপারের পারি মুরারি॥

শ্রীকৃষ্ণ ও জয়দেবের গান

নাম সমেতং কৃত সঙ্কেতং বাদয়তে মৃদু বেণুম্।
বহু মনুতে ননু তে তনুসঙ্গত পবনচলিতমপি রেণুম্॥
পততি পতত্রে বিচলিত পত্রে শঙ্কিত ভবদুপযানম্।
রচয়তি শয়নং সচকিত নয়নং পশ্যতি তব পন্থানম্॥
মুখর মধীরং ত্যজ মঞ্জীরং রিপুমিব কেলিলোলম্॥
চল সখি কুঞ্জং সতিমির পুঞ্জং শীলয় নীলনিচোলম্॥
হরিরভিমানী রজনিরিদানীমিয়মপি যাতি বিরামম্।
কুরু মম বচনং সত্বর রচনং পূরয় মধুরিপুকামম্॥

জয়দেবের গান

.....এ কি!!
দিকে দিকে বাজে মুরলী,
তবু মোর শ্যামে কেন না দেখি।
বুঝি সে ডেকে চলে যায়
ধরা দিতে মোরে নাহি চায়,
শুনি শ্রবণে নূপুর রুনুঝুনু
তবু পথ কেন নিরালা দেখি;
এ কি!.....

জয়দেবের গান।

সে এসেছে, এসেছে, সে এসেছে,
আজ শ্যাম রূপে শ্যাম এসেছে;
নবীন নীরদ কোলে
মোর নব-ঘন শ্যাম
দোলে, দোলে, দোলে,
সে ছায়া তটিনীর বুকে দুলেছে;
সে এসেছে।
শ্যাম বিটপী শিরে
শ্যামল কুঞ্জ ঘিরে
শ্যামের মুরতিখানি সেজেছে—
ভালো সেজেছে.....
সে এসেছে॥

পদ্মাবতীর গান

জ্বালাও আমার রূপের শিখা
সন্ধ্যা দীপের সাথে,
ধূপের ধোঁয়া পুড়লে মাতে
পোড়াও হিয়ার পাতে;
জ্বলুক নিতি জ্বলুক জ্বালা
এতেই তোমার পরশ মালা
এতেই পূজার অর্ঘ ডালা
ভরবে অহো রাতে।
কখন মোর হিয়ার প্রদীপ
জ্বালবে না কি বাতি,
ঢালবে না কি তুলসীতলে
সাঁঝ দেউটির ভাতি;
রূপের আলো জ্বলুক ক্ষীণা
নেভেই যদি হোক্ বা লীনা,
হে মোর হোতা, অগ্নি বীণা
বাজাও রুদ্রাঘাতে॥

অদৃশ্য সঙ্গীত

কে কাঁদে দুখের ঘন বরষায়
নয়ন ছাপিয়া আসে শ্রাবণ-ধারা
উতল পবন হোলো বাঁধন হারা,
কে ফুকারি কাঁদিয়া ওঠে
মন বেদনায়॥

পদ্মাবতীর গান

আওল শারদ নিশাকর পরিমল
পরিমল কমল বিকাশ,
জীবন ভ্রমরা মোর গুঞ্জে—গুঞ্জে মরে
এ কি কঠিন পরিহাস :
প্রেম বাসর মোর হায়
পীরিতি বুঝিতে বুঝি যায়,
সুন্দর মোর কর সজল নয়নে অধিবাস।

পদ্মাবতী ও জয়দেবের গান

প্রিয়ে চারুশীলে মুঞ্চ ময়ি মানমনিদানম্।
সপাহি মদনানলো দহতি মম মানসম্
দেহি মুখ-কমল-মধুপানম্॥
সত্যমেবাসি যদি সুদতি ময়ি কোপিণী
দেহি খরনখরশরঘাতম।
ঘটয় ভুজবন্ধনং জনয় রদখণ্ডনম্
যেন বা ভবতি সুখজাতম্॥
ত্বমসি মম ভূষণং ত্বমসি মম জীবনম্
ত্বমসি মম ভবজলধিরত্নম্॥

জয়দেবের গান

বলে দে, কোথা গেল মোর শ্যামরায় ;
অঙ্গন তলে মোর এসেছিল মনচোর,
চুরায়ে পলায়ে গেল তনু-মন-কায়।
* * * *
এই সে মাধবীতলে বনমালী কুতুহলে,
বাঁশরী বাজাত সখি শুনেছ কি সে সুধায়,
বলে দে কোথা গেল মোর শ্যামরায়॥
* * * *
এই সে পন্থাপরি চরণ চিহ্ন ধরি,
মল্লির গুণ্ডরি চলে যায়, সখি চলে যায়,
বলে দে কোথা গেল মোর শ্যামরায়।
* * * *
কজ্জল নীল যমুনা তরঙ্গ নীলকান্ত সনে নিতি তবরঙ্গ,
তুমি সখি পেয়েছ কি সে শ্যামের অঙ্গ,
তব শ্যামল ধারায়.....
বলে দে, কোথা গেল মোর শ্যামরায়॥

শ্রীকৃষ্ণ ও তারানাথের গান

হরে মুরারী সব দুখ হারী
হরে তাপ ভব ভার
শ্যাম সুন্দর রূপ মনোহর
মুক্তির সুখ পারাবার—।
বিশ্ব দেউলে অঞ্জলী ফুলে
আয়োজন তোমারি পূজার,
অখিল বিমানে নিখিলের গানে
(তোলে) কৃষ্ণ কৃষ্ণ রণকার।

জয়দেব ও ভক্তবৃন্দের গান

(তোলে) কৃষ্ণ কৃষ্ণ রণকার॥
আজ, মনের মন্দিরে বয়স সন্ধিরে
প্রেম জাগিল অনুরাগে,
সেথা, চন্দন চর্চ্চিত নীল কলেবর পীতবসন বনমালী
কেলিচলন্মণিকুণ্ডলমণ্ডিতগণ্ডযুগস্মিতশালী।
ঐছন পিয়া সাথে পাগল পরাণ মাতে
তোলে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ রণকার॥

তারানাথ বা পরাশরের গান

রতিসুখসারে গতমভিসারে মদন মনোহর বেশম্।
ন কুরু নিতম্বিনি গমনবিলম্বনমনুসর তং হৃদয়েশম্॥
ধীর সমীরে যমুনাতীরে বসতি বনে বনমালী।
পীনপয়োধর পরিসর মর্দ্দন চঞ্চল করযুগশালী॥
* * * *
কিশলয় শয়নতলে কুরু কামিনি চরণনলিনবিনিবেশম্
তব পদপল্লববৈরি পরাভবমিদমনুভবতু সুবেশম্॥

জয়দেব, পরাশর ও ভক্তবৃন্দের গান

কান্ত গেহাভ্যন্তর প্রেরণায় সন্দেশঃ
ন চন্দ্রঃ ন সূর্য্যঃ তারা ন বন্ধু ন বান্ধব।
কিমিদং বচনং বাচ্যং নজ্ঞেয়ঃ যো জানাতীতঃ॥
* * * *
প্রিয়তম নগরী পরম সুন্দর
যেথা কেহ আসে, নাহি যায়,
চন্দ্র সূর্য্য তারা হয় যেথা দিশাহারা
কহনাতীত যিনি কি কহিব তাঁয়॥

পুরীর রাণী ও দেবদাসীগণের গান

মঙ্গল আরতি ভুবনে
আজি শুভ লগনে,
মঙ্গল গীতি পবনে
মম হরি ভবনে ;
মঙ্গল দীপ জ্বলে শুভ দেউলে
মঙ্গল কর্পূর শুভ বেদীমূলে,
মঙ্গল শঙ্খ সঘনে
নন্দিত গগনে।

জয়দেব, পরাশর ও ভক্তবৃন্দের গান

এই পথে চলে নিতি কৃষ্ণ মুরারি
এই ধূলিতে পড়ে রেখা,
হেথায় যাপিব মোর সব দিন রাতি
হেথা পাব মোর শ্যামে দেখা ;
পথরজঃ নহে এ তো চন্দন আলিপন
অঙ্গে মাখি আজি শৃঙ্গার কর মন,
যোগিণী সাজি, আজি
যোগেশ্বরে পাব দেখা।

* * * *

মন শুনায়ো—শুনায়ো,
শুনায়ো শুনায়ো তারে
গীতগোবিন্দ সুর লেখা ॥

জয়দেব, ভক্তবৃন্দ, বৃন্দাবন সঙ্গিনী ও শ্রীকৃষ্ণের গান

ললিত লবঙ্গলতা পরিশীলন কোমল মলয় সমীরে।
মধুকরনিকরকরম্বিত কোকিলকূজিতকুঞ্জকুটীরে ॥

* * * *

বিহরতি হরিরিহ সরস বসন্তে।
নৃত্যতি যুবতিজনেন সমং সখি বিরহিজনস্য দুরন্তে ॥

* * * *

শ্রীকৃষ্ণ—

বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচিকৌমুদী
হরতি দরতিমির মতিঘোরম।
প্রিয়ে চারুশীলে মুঞ্চ ময়ি মানমনিদানম্।
স্মর-গরল-খণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনম্
দেহি পদ-পল্লবমুদারম ॥

* * * *

জয়তি পদ্মাবতী-রমন-জয়দেব-কবি-ভারতী-ভণিতং-অভিশাতম ॥

জয়তি—জয়তি—জয়তি ॥

শ্রীফণীন্দ্রনাথ পাল কর্ত্তৃক সম্পাদিত। ১৮নং, বৃন্দাবন বসাক ষ্ট্রীটস্থ দি ইষ্টার্ণ টাইপ ফাউণ্ডারী এণ্ড ওরিয়েণ্টাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস লিমিটেড হইতে শ্রীবীরেন্দ্রনাথ দে কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

1941

PRIMA FILMS (1938) LTD

CALCUTTA

প্রাইমা ফিল্মস্ কর্ত্তৃক এই
প্রোগ্রাম-পুস্তিকাখানির
সর্ব্বসত্ত্ব সংরক্ষিত

প্রাইমা ফিল্মসের
প্রচার-সচীব
শ্রীফণীন্দ্র পাল
কর্ত্তৃক সম্পাদিত

1941

PRINTED AT THE E. T. F. & O. P. W. LTD.,
18, BRINDABUN BYSACK STREET, CALCUTTA.